চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৯.০৯.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মনোরেলের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে যানজটমুক্ত করা হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরের যানজট নিরসনে মনোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফিল্ড সার্ভে শুরু হয়েছে। সোমবার সকাল ১১ টায় থেকে ১২টা ১৫ পর্যন্ত টাইগারপাস্থ চসিক কার্যালয়ে এ উপলক্ষে এক সভা হয়। সভায় চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের কাছে প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরেন গ্রেটার চিটাগাং ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট আমীর হুমায়ুন মাহমুদ চৌধুরী এবং আরব কন্ট্রাক্টরস ও ওরাসকমপেনিনসুলা কনসোর্টিয়ামের প্রধান প্রতিনিধি কাউসার আলম চৌধুরী। এসময় মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম শহরকে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হাব হিসেবে গড়ে তুলতে হলে যানজট ও পরিবহন সংকটের সমাধান করতে হবে। এজন্য মনোরেল একটি আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব সমাধান। মনোরেল নির্মাণের জন্য আমরা ইতোমধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করেছি । আজ প্রকল্পের ফিল্ড সার্ভে শুরু হবে। এরপর পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর কাজ শুরু হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে প্রকল্পটি সমন্বয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু সাদাত তৈয়বকে। বিডাসহ সবগুলো সংস্থার সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, প্রমুখ।

চট্টগ্রামকে ক্লিন সিটি বানাতে জাইকার সহযোগিতা চাইলেন মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন নগরীকে জলাবদ্ধতামুক্ত ‘ক্লিন সিটি’ হিসেবে গড়তে জাপানের উন্নয়ন সংস্থা জাইকার সহযোগিতা চেয়েছেন। সোমবার দুপুর ১২ টা ৩০ থেকে ১টা ১৫ পর্যন্ত টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে জাইকার একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ সহযোগিতা চান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন জাইকার চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুচি তোমোহিদে (Ichiguchi Tomohide), রিপ্রেজেন্টেটিভ ওসাওয়া হিদেকি (Osawa Hideki), ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানাজার আবদুল্লাহ বিন হোসাইন। এসময় মেয়র বলেন, “চট্টগ্রামকে জলাবদ্ধতামুক্ত ও ক্লিন সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাইকার সহযোগিতা প্রয়োজন।” তিনি বলেন, “চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও প্রধান বন্দরনগরী। এ নগরীকে আধুনিক, পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জলাবদ্ধতা নিরসন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ড্রেনেজ উন্নয়নে জাইকার অভিজ্ঞতা চট্টগ্রামের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।”মেয়র আরও বলেন, “চট্টগ্রাম নগরে জলাবদ্ধতা, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও নগর পরিবেশ উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি। এ বিষয়ে জাইকা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করছে। চট্টগ্রামের জন্যও তারা কারিগরি সহায়তা, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও প্রকল্প বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে বলে আমি আশাবাদী।”এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী নাসির উদ্দিন রিফাত, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি প্রমুখ।

বায়েজিদ ও হালিশহর টিজিকে আধুনিক ল্যান্ডফিল্ডে রূপান্তর করা হবে: চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করতে বায়েজিদ ও হালিশহরের ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডকে (টিজি) ধাপে ধাপে আধুনিক ল্যান্ডফিল্ডে রূপান্তর করা হবে। এতে একদিকে পরিবেশ দূষণ কমবে, অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সোমবার দুপুর ৩টা থেকে ৪টায় টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে বি এন্ড এফ কোম্পানি লিমিটেড এবং চসিক এর মধ্যে ল্যান্ডফিল্ড গ্যাস প্রজেক্টের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন মেয়র। চসিকের পক্ষে মেয়র এবং বি এন্ড এফ কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে পার্ক চোং ওয়ান (Park Chong Wan) চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বি এন্ড এফ কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন মেজর নাসিম, এডভোকেট তারানুম বিনতে নাসিম, মিঃ পার্ক চং ওয়ান,মিঃ পার্ক হি ওয়ান,মিঃ সিউন গওন চোই,মিসেস সান এ কোয়াক, মোঃ নোফিল তামিম খান, ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ কুমার সাহা,ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জিয়াউল করিম। মেয়র বলেন, “চট্টগ্রামের প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক

প্রযুক্তি যুক্ত করা ছাড়া বিকল্প নেই। উন্নত নগর গড়তে হলে পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জরুরি।"এসময় মেয়র জানান, দক্ষিণ কোরিয়ার বি এন্ড এফ কোম্পানি লিমিটেডের সহযোগিতায় হালিশহরে বর্জ্য থেকে গ্যাস উৎপাদন করা হবে। প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি ১৫০ টন বর্জ্য প্রক্রিয়া করবে। পরে ধাপে ধাপে সক্ষমতা ২ হাজার টনে উন্নিত হবে। পরবর্তীতে আরেফিন নগরে একই ব্যবস্থা চালু করা হবে। এর ফলে বর্জ্যের আকার কমে আসবে এবং কার্বন নি:সরণ কমবে। ফপে উন্নত হবে চট্টগ্রামের পরিবেশ। সভায় চসিকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চসিকের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ডা. এস এম সারোয়ার আলম প্রমুখ।

সব ধর্মের মানুষের জন্য নিরাপদ চট্টগ্রাম গড়তে চাই: মেয়র

সব ধর্মের মানুষের জন্য নিরাপদ ও বাসযোগ্য চট্টগ্রাম গড়াই আমার লক্ষ্য-এ কথা জানিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, মানুষের সার্বিক কল্যাণের মধ্যেই ধর্মচর্চার আনন্দ নিহিত। ধর্মের আসল তাৎপর্য হলো সমাজে ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, কাউকে পিছনে ফেলে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সবাইকে সাথে নিয়েই উন্নয়নের পথচলা হতে হবে। ধর্মচর্চার আনন্দ তখনই পরিপূর্ণ হয়, যখন তার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত থাকে। রবিবার জামালখান কুসুম কুমারী স্কুলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পূজা উদযাপন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত শ্রী শ্রী শারদীয় দূর্গোৎসবে শুভ উদ্বোধন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন পূর্ণার্থীদের উদ্দেশ্যে এই শহরকে ক্লিন, গ্রীণ, হেলদি ও নিরাপদ শহর হিসেবে গড়ে তুলতে আহবান জানান। তিনি আইনের শাষণ প্রতিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনা সমুন্নত রাখতে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পূজা উদযাপন পরিষদ এর সভাপতি বাবু আশুতোষ দে এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সহকারী হাইকমিশনার ড. রাজীব রঞ্জন, সাবেক কাউন্সিলর ইসমাইল হোসেন বালি, লোকমান হাকিম, পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ দাশগুপ্ত রাজু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রতন চৌধুরী, বিপ্লব কুমার চৌধুরী, রিপন কিশোর রায়, প্রকৌশলী হারাধন আচার্য্য, সুজিত সিংহ গণেশ, অর্থ সম্পাদক অনুপম দাশ, পল্লব কুমার দাশ, হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্যসহ অসংখ পূর্ণার্থিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন কংকন দাশ, অনুষ্ঠান শেষে ড. রাজীব রঞ্জন মঙ্গাল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন।

চর চাকতাই ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিলে ডা. শাহাদাত হোসেন
হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) অন্ধকার যুগে আলোর দিশা দেখিয়েছেন

চট্টগ্রাম নগরীর চর চাকতাই ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল এন্তেজামিয়া কমিটির উদ্যোগে সোমবার নয়া মসজিদ সংলগ্ন মাঠ প্রাঙ্গণে এক বিশাল আজিমুশশান মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) মানবজাতির জন্য শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। অন্ধকার যুগে তিনি আলোর দিশা দেখিয়েছেন। কোরআন হলো এমন এক গ্রন্থ, যার একটি অক্ষরও পরিবর্তিত হয়নি। তাই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরআন সুন্নাহকে অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেন, নবীজি (সা.) ছিলেন জ্ঞানী, ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু এবং সর্বদা সত্যবাদী। কোরআন ও হাদিস আমাদের নৈতিক শিক্ষা দেয় এবং জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেয়। প্রথম আয়াত 'পড়' আমাদের জানায় জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই আমরা নৈতিক ও বৌদ্ধিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারব। তিনি বলেন, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) বিশ্বমানবের মুক্তিদাতা। তাঁর আগমনে অন্ধকার জগতের অবসান ঘটে এবং সত্য, শান্তি, ন্যায়, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর আদর্শ ও জীবনকর্ম প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয়।দক্ষিণ বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজী মোহাম্মদ হাজী নবাব খানের সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ ইউছুপ মাস্টারের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম বক্কর ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আবু সুফিয়ান। এতে ওয়াজ করেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার, পীরে ত্বরিকৃত মুহাম্মদ আবুল কাশেম নূরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন আল কাদেরী, চাক্তাই হাজী সোবহান সওদাগর জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মোহাম্মদ শফিউল হক আশরাফী। উপস্থিত ছিলেন মাহফিল উদযাপন কমিটির সদস্য মাঈনুউদ্দিন পারভেজ, মো. জসিম উদ্দিন, ইয়াকুব খান, মো. ফারুক, মো. বেলাল, আনোয়ার হোসেন, মো. ইউনুছ, মো. রাশেদ, মো. সোহেল, মো. বারেক, আবদুল কাদের, মো. কালু, নূরউদ্দিন খান, আইয়ুব খান প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮